সমকাল

তারিখ 19 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে রাষ্ট্র ও নারীবিদ্বেষী প্রশ্ন শিক্ষক গ্রেফতার

■ মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

রাষ্ট্রবিরোধী ও নারীবিদ্বেষী প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের ভুল শিক্ষাদানের অভিযোগে ইব্রাহিম দেওয়ান নামে এক শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার প্রস্তুতি চলছে।

গতকাল সোমবার সকালে মানিকগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিতি' (সৃজনশীল) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নপত্রে ১নং প্রশ্নের উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'জারিফ খুব নীতিবান ও প্রতিবাদী ছেলে। রাষ্ট্রের অত্যাচার-অনিয়ম দেখলে তার রক্ত শিউরে ওঠে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের দুর্বল ভূমিকায় সে খুব ক্ষুব্ধ। তাই নিজেই ভিক্ষুক সেজে কৌশলে অন্যায়কারীদের শায়েস্তা শুরু করে।' এখানে উত্তর দিতে বলা হয়েছে– উদ্দীপকের জারিফের কার্যাবলি বাংলার কোন আন্দোলনের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

৪ নং প্রশ্নে– "বাংলাদেশে নারীদের স্বর্গরাজ্য। নারীরা বিভিন্ন কোটার বদৌলতে বড় বড় পদে আসীন। মিষ্টার 'এক্স' একজন মহিলা সচিব। সে তার স্বামীকে দিয়ে সংসারের সকল কাজ করায়। তার পর প্রায়ই নির্যাতন করে। অসহায় স্বামী সন্তানদের মুখের ওপর তাকিয়ে নীরব সব লাঞ্ছনা-বঞ্চনা সহ্য করে।" এখানে শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে বলা হয়েছে –'এক্স'-এর স্বামী তুমি হলে কি করতে? 'এক্স'-এর স্বামীর নীরবে নির্যাতন সহ্য করার প্রতিকার রাষ্ট্রীয় আইনে থাকা দরকার– বিশ্লেষণ কর। এ ছাড়া আরও কয়েকটি প্রশ্ন পাঠ্যবই ও সিলেবাসের বাইরে থেকে করা হয়েছে, যেখানে অসঙ্গতিপূর্ণ নানা শব্দে ভরপুর।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক রাশিদা ফেরদৌস বলেন, 'অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অঞ্জনা খান মজলিসের ছেলে সপ্তম শ্রেণির পরীক্ষা শেষে তার মাকে প্রশ্ন দেখায়। তিনি প্রশ্ন দেখে আমাকে বিষয়টি অবগত করেন। পরে প্রশ্ন দেখে নিশ্চিত হয়ে পুলিশ সুপারকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলি।' এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার মাহফুজুর রহমান বলেন, শিক্ষক ইব্রাহিম দেওয়ানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইদ্রিস আলী আযিযী জানান, ওই শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গতকাল অনুষ্ঠিত ওই পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দেবেন।